বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (সান্মানিক)
সেমেস্টার :- ২
মডিউল :-০১
প্রস্তুতকারী :- অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ

পাঠ্যাংশ :- (এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর - বিদ্যাপতি/মাথুর)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর ।

শূন্য মন্দির মোর ।।

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ।

কান্ত পাহুন কাম দারুন

সঘনে খরশর হন্তিয়া ।।

কুলিশ শত শত পাত মোদিত

ময়ূর নাচত মাতিয়া ।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহূকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া .।।

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া ।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া ।।

শব্দার্থ ও টীকা :- হামারি- আমার । ওর- সীমা বা শেষ । বাদর- বাদল,বর্ষা । মাহ- মাস । ভাদর-ভাদ্র । শূন্য মন্দির-ফাঁকা ঘর । মোর - আমার । ঝম্পি-ঝেঁপে । ঘন- মেঘ । গরজন্তি - গর্জন করছে ।

সন্ততি-সবসময় । ভুবন- পৃথিবী । ভরি- ভরে । বরিখন্তিয়া- বর্ষণ করছে । কান্ত-প্রিয়তম । পাহুন-প্রবাসী । কাম- মদনদেব । দারুন --তীব্র । সঘনে- সুতীব্রভাবে । খর- তীক্ষ্ণ । শর- তীর । হন্তিয়া- ছুঁড়ছেন । কুলিশ-বজ্র । পাত-পতিত হওয়া । মোদিত-আনন্দিত । কুলিশ শত শত পাত মোদিত -শত শত বজ্রপাতের শব্দে আনন্দিত । ময়ূর নাচত মাতিয়া - ময়ূর প্রমত্তভাবে নেচে উঠছে । নাচত -নাচছে । মাতিয়া -মেতে ওঠা । মত্ত-উন্মত্ত । দাদুরী-ব্যাং । মত্ত দাদুরী -ভেক মত্ত হয়ে ডাকছে । ডাহুকী-ডাকপাখি । ডাকে ডাহূকী- ডাহুকী আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ডাকাডাকি করছে । ফাটি যাওত ছাতিয়া - বুক বা হৃদয় যেন ফেটে যাচ্ছে .।
তিমির- অন্ধকার । দিগভরি -চারদিক । ঘোর- নিবিড় । যামিনী- রাত্রি । অথির- অস্থির । বিজুরিক- বিদ্যুতের । পাঁতিয়া- সারি । কৈছে - কেমন করে । গোঙায়বি- কাটাবে । বিনে- ছাড়া । দিন রাতিয়া- দিনরাত্রি ।

সাধারণ তথ্য :-

ক) আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতির লেখা **মাথুর** পর্যায়ের পদ । পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত , বাংলায় নয় ।

খ) বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী প্রবাস/মাথুর হল বিরহ পর্যায়ের একটি অবস্থা । পূর্বে মিলিত নায়ক নায়িকার কেউ যদি দেশান্তরে গমন করেন তখন তাঁদের হৃদয়ে যে বিরহ বেদনার সৃষ্টি হয়, সেই বেদনার আস্বাদ্য অবস্থাকেই মাথুর বলা হয় । বৈষ্ণব পদাবলীতে এই বিরহ মূলত রাধার।

গ) কোন কোন সংকলক আলোচ্য পদটিকে রায়শেখরের পদ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ সমালোচক-এর মত পদটি বিদ্যাপতিরই

সরলার্থ বা আলোচনাধর্মী গদ্যরূপ :- রাধা সখীকে বলছেন যে তার দুঃখের শেষ নেই । ভরা বর্ষা ,ভাদ্র মাস অথচ এমন দিনেও আমার ঘর শূন্য অর্থাৎ প্রিয়তম কৃষ্ণ ঘরে নেই ।দশদিক ব্যাপ্ত করে মেঘ গর্জন করছে ! সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে,পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে বর্ষার অবিরল ধারা বর্ষিত বচ্ছে ! এইসময় আমার প্রিয়তম প্রবাসে । আর নিষ্ঠুর কামদেব সঘনে তাঁর তীক্ষ্ণ পঞ্চশর নিক্ষেপ করে চলেছেন ।শত শত বজ্রপাত হচ্ছে , তা দেখে ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করছে । দাদুরী (ব্যাঙ)মত্ত হয়ে ডাকছে ,ডাহুকী ডেকে চলেছে ।আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে - আমার প্রিয় যে আমার কাছে নেই । দশদিক ব্যাপ্ত করে, ঘোর অন্ধকার রাত্রি নেমে এসেছে । অস্থির হয়ে বিদ্যুৎসমূহ ছোটাছুটি করছে । পদকর্তা বিদ্যাপতি সমবেদনা জানিয়ে বলেছেন, হরিকে ছেড়ে একাকী রাধা কী করে এই রাত্রি যাপন করবেন ।

কাব্যমূল্যায়ন ;- প্রাণাধিক প্রিয় সখীর কাছে বিরহীনি রাধা তাঁর বিরহবেদনার কথা উল্লেখ করেছেন।কৃষ্ণ দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে গেছেন।তার ফলে রাধার জীবনে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বিরহার্তি ।ভাদ্র মাস-পূর্ণ বর্ষাকাল ।রাধার গৃহ মন্দির শূন্য । আকাশ মেঘে ঢাকা ।সর্বদা মেঘের গুরু গুরু গর্জন। পৃথিবী বৃষ্টি ধারায় স্নাত । কিন্তু রাধার প্রিয়তম আজ কাছে নেই- রয়েছেন সুদূর প্রবাসে । কামদেবের বাণে তার দেহ আজ র্জর্জর ।মেঘের ডাকে মিলন পিপাসু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে ।ভেকেরা মত্ত, ডাহুকী কলরবে মুখর। প্রকৃতি-জগতের এই আনন্দ-রসঘন মুহূর্তে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে । দিগদিগন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,ঘোর অন্ধকার রাত- আকাশের বুকে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক-দমক । কবির প্রশ্ন ,কৃষ্ণবিহীন রাধা রাত কাটাবেন কিভাবে ।

আলোচ্য পদটিতে বিদ্যাপতি রাধার হৃদয় বেদনাকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে পাঠকমাত্রের-রই হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে । সুরে-ছন্দে-ভাবে বর্ষা-প্রকৃতির উন্মাদনাময় পরিবেশে রাধার হৃদয় চাঞ্চল্যকে কবি অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন । একানে হৃদয়ভেদী যন্ত্রনা নেই , আছে রসাবেশ । এখানে বর্ষাদিনের মত্ততার পটভুমিকাকে কবি ব্যবহার করেছেন রাধার বিরহ বেদনাকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবার জন্য বিদ্যাপতির চরম রূপদক্ষতার পরিচয় এই পদে আছে ।মদনের বাণে রাধার হৃদয় জর্জরিত । শেষ চরণে কবি প্রশ্ন করেছেন -

‘ কৈছে গোঙায়বি /হরি বিনে দিন রাতিয়া ।। ’

পদটিতে অলৌকিক আবেদনের চেয়ে লৌকিক আবেদনই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে । রাধার অনির্বচনীয় মানসিক উদাসভাব পদটিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে ।শব্দের ঐশ্বর্যে ও ভাবের মাধুর্যে পদটি অতুলনীয় ।

পদটি নিয়ে বরণীয় ব্যক্তিদের স্মরনীয় উক্তি :-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :- ''বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি কেবল এই বলে কাঁদতে হত যে 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে ' তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না কিন্তু শুধু 'কেমন করে কাটবে 'তা নয়, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিন রাতিয়া -সেইজন্যে ওই 'হরিবিনে'কথাটিকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ । চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে যাকে নিয়ে কেটে যাবে , এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে -তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি,তবু সে আছে, সে আছে বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে সে আছে -সেই হরিবিনে কৈছে গোঙায়বি দিন রাতিয়া ।''(শ্রাবণ সন্ধ্যা/শান্তিনিকেতন)

শঙ্করীপ্রসাদ বসু :- এই পদের ''বেদনা রূপায়ণ এমনই সার্থক যে মনে এক অসাধারণ উন্মাদনার সঞ্চার করে ।এক বিশেষ মুহূর্ত ও পরিবেশে এক বিশেষ মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য,সুরে ও ছন্দে ,ভাবে ও কল্পনায় অবারিত হইয়াছে এই পদে ।...............মানব হৃদয়ের একটি বেদনাকে চরম ঐশ্বর্যরূপ দান করিবার জন্য যে মত্ত বর্ষাদিনের প্রয়োজন ,কবি তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন,এ বর্ষা ঝর ঝর জলধারা নয় ,নায়িকার চোখে বর্ষাধারা নামে নাই ,তাহার হৃদয়ে বর্ষামঙ্গল হইতেছে ।''(মধ্যযুগের কবি ও কাব্য)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

১।মধ্যযুগের কবি ও কাব্য -**শ**ঙ্করীপ্রসাদ বসু
২।চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি -**শ**ঙ্করীপ্রসাদ বসু
৩।বাংলা কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ - সত্যবতী গিরি
৪।বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (ত্রয়োদশ সংস্করণ)
৫।পদাবলী সাহিত্য- কালিদাস রায়
৬। বৈষ্ণব রসপ্রকাশ - ড. ক্ষুদিরাম দাস
৭।বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় - ড. জীবেন্দু রায়

অনুশীলনী :-

ক। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :- (প্রশ্নমান -১)

১)রাধা নিজের দুঃখের কথা কার কাছে ব্যক্ত করেছেন ?
২) 'বরিখন্তিয়া' শব্দের অর্থ কী ?
৩) 'পাহুন' শব্দের অর্থ কী ?
৪)'কুলিশ' শব্দের অর্থ কী ?
৫)'দাদুরী' শব্দের অর্থ কী ?
৬)'ছাতিয়া' শব্দের অর্থ কী ?
৭)'বিজুরিক পাঁতিয়া ' কী ?
৮)'গোঙায়বি' শব্দের অর্থ কী ?
৯)বজ্রের শব্দ শুনে কে নাচার জন্য মেতে উঠেছে ?
১০)'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।'- কার রচিত ?
১১)'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।'- বৈষ্ণব পদাবলীর কোন রসপর্যায়ের পদ ?

খ। বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর।/তাৎপর্য বিশ্লেষণ :- (প্রশ্নমান -৫)

১) ‘মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহূকী /ফাটি যাওত ছাতিয়া।।’

- কবি কে ? কোন পর্যায়ের , তাৎপর্য কী ?

২)‘এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।/ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর ।/শূন্য মন্দির মোর ।।’

- কবি কে ? কোন পর্যায়ের , মর্মার্থ কী ?

৩)‘কান্ত পাহুন কাম দারুন / সঘনে খরশর হন্তিয়া ।।’

- সংক্ষেপে ব্যাখা কর ।

৪) ‘কুলিশ শত শত পাত মোদিত/ময়ূর নাচত মাতিয়া ।/মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহূকী/ফাটি যাওত ছাতিয়া ।।’

-পদ্যাংশটির মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দাও ।

৫) ‘মাথুর’ কাকে বলা হয়

গ) আলোচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১০)

১)‘এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।’- পদটির ভাবসৌন্দর্য ও কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখা কর ।